মাদরাসা-মকতবের বিধানাবলী

(আপডেট ও নতুন সব গবেষণাসহ বর্ধিত ও নতুন সংস্করণ)

মাদরাসা-মকতবের বিধানাবলী

(আপডেট ও নতুন সব গবেষণাসহ বর্ধিত ও নতুন সংস্করণ)

মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ

গ্র্যান্ড মুফতী : ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

তাম্রলিপি

মাদরাসা-মকতবের বিধানাবলী
মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৪

তাম্রলিপি : ৮২২

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি

প্রচ্ছদ
চয়ন বাঙালি

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
ইন্টারনেট প্রিন্টিং প্রেস
সূত্রাপুর, ঢাকা

সূচিপত্র

১। প্রকাশকের কথা ১৭
২। অভিমতসমূহ ২১-২৬
(ক). শায়খুল হাদীস ও সাবেক খতীব আল্লামা উবায়দুল হক র. এর অভিমত
(খ). বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড এর সাবেক মহাসচিব হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল জব্বার জাহানাবাদী র. এর অভিমত
(গ). শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ শফী র. এর অভিমত
(ঘ). শায়খুল হাদীস উস্তাদ শায়খ আব্দুল আযীয দয়ামীরী র. এর অভিমত
৩। ভূমিকা ২৭

মাদরাসা, কমিটি ও ব্যবস্থাপনা অধ্যায় ৩৫

১. ওয়াকফের বিধান ৩৫
২. মাদরাসার মুহতামিম, সুপার, ব্যবস্থাপক ও কমিটি নিযুক্তির বিধান ৩৫
৩. অযোগ্য মুহতামিম, সুপার, প্রিন্সিপাল অধীনস্থদের আপন কর্মচারী মনে করে ৩৮
৪. মাদরাসাগৃহ ভাড়া দেবার বিধান ৪১
৫. এক মাদরাসার অর্থ অন্য মাদরাসায় ব্যয় করার বিধান ৪২
৬. মক্তবে যাকাতের অর্থ ব্যবহারের একটি পদ্ধতি ৪৩
৭. গোরস্থানের গাছ-বৃক্ষ দ্বারা মাদরাসার ইট পোড়ানোর বিধান ৪৩
৮. পরিত্যক্ত মসজিদগৃহের স্থানে মাদরাসা নির্মাণের বিধান ৪৪
৯. মাদরাসাগৃহ ব্যাংকের জন্য ভাড়া দেওয়ার বিধান ৪৪
১০. মুহতামিম/ প্রিন্সিপালের কাছে খাত উল্লেখ ছাড়া দান পৌঁছল, তার বিধান ৪৫
১১. কর্মচারীরা নামায-রোযার পাবন্দি না করলে কী বিধান ৪৫
১২. সরকারি ওয়াকফ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ওয়াকফের পার্থক্য-বিধান ৪৬
১৩. মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদ মাদরাসা ও ছাত্রদের পেছনে ব্যয় করার বিধান ৪৬
১৪. মাদরাসার টাকা দিয়ে সাইন বোর্ড নির্মাণের বিধান ৪৮
১৫. অফিস সময়ে ব্যক্তিগত পত্র লিখনের বিধান ৪৮
১৬. মাদরাসার সময়ে ব্যক্তিগত কাজ করার বিধান ৪৮
১৭. চাকুরে ব্যক্তির অর্পিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম করা এবং তার বিনিময় গ্রহণের বিধান ৪৯
১৮. কোন্ প্রতিষ্ঠানের চাকরিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে? ৪৯
১৯. মাদরাসায় ফি গ্রহণের বিধান ৫০

২০. মাদরাসার কালি-কলম দ্বারা শিক্ষকের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ইত্যাদি লেখার বিধান ৫০
২১. মাদরাসাগৃহ বদলানোর বিধান ৫১
২২. মাদরাসায় ঘণ্টা বাজানোর বিধান ৫১
২৩. মসজিদের আমদানি দ্বারা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার বিধান ৫১
২৪. মুহতামিম বা সুপারের জরিমানার বিধান ৫২
২৫. মাদরাসাগৃহে কর্মচারীর ভাড়া ব্যতীত অবস্থান করার বিধান ৫২
২৬. সরকারি মাদরাসা/প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বই-কিতাব শিক্ষাদানের বিধান ৫৩
২৭. ওয়াকফ ও তার শর্তাবলি ৫৪
২৮. মাদরাসার পরিচালককে চাঁদা ব্যতীত হাদিয়া দান করার বিধান ৫৫
২৯. মসজিদের ভেতরে মাদরাসা বানানোর বিধান ৫৫

শিক্ষা অধ্যায় ৫৮

১. স্ত্রী ও মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া জ্ঞানার্জনে বের হবার বিধান ৫৮
২. যুবতী স্ত্রীকে রেখে জ্ঞানার্জনে বের হওয়ার বিধান ৫৯
৩. দ্বীনী শিক্ষাদান কর্ম ছেড়ে তাবলিগে বের হওয়া, কোনটিতে পুণ্য বেশি? ৫৯
৪. মাতা-পিতার ধর্মীয় শিক্ষা হতে বিরত রাখার বিধান ৬২
৫. বিধিবিধান শিক্ষা করা উত্তম, না তিলাওয়াতে নিমগ্ন হওয়া উত্তম? ৬২
৬. ইলমি-লাদুনি বা খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের তাৎপর্য ৬৩
৭. হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর জ্ঞানের পার্থক্য ৬৩
৮. নিজ নামের সঙ্গে 'হাফিয', 'হাজি' ইত্যাদি সংযুক্তির বিধান ৬৩
৯. 'মাওলানা' শব্দের অর্থ ও বিভ্রান্তি ৬৪
১০. জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জনের বিধান ৬৫
১১. ইংরেজি শিক্ষার বিধান ৬৬
১২. সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বিধান ৬৮
১৩. মানতিক (যুক্তিবিজ্ঞান বা তর্কশাস্ত্র) বিদ্যার বিধান ৬৯
১৪. 'রমল' বিদ্যার বিধান ৭০
১৫. 'ইউসুফ-জুলাইখা' নামক পুস্তক ইত্যাদি পড়ার বিধান ৭১
১৬. সুদের হিসাব শিক্ষাদানের বিধান ৭১
১৭. বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কুরআন বা ইসলামি শিক্ষার মক্তবগুলো বন্ধ করা অথবা তাতে বিঘ্ন ঘটানো ৭২

১৮. সাধারণ মুসলমানদের ইঞ্জিল শিক্ষাদানের বিধান ৭৪
১৯. পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেমগণের উদ্ধৃতি-ব্যাখ্যাসহ কুরআন পাকের তরজমা-শিক্ষাদান বৈধ হবার শর্তাবলি ৭৬
২০. কুরআন শরিফ হতে উঁচু স্থানে বসার বিধান ৮৬
২১. 'মুতাকাদ্দিমিন' ও 'মুতাআখিরিন'-এর পার্থক্য-সীমা ৮৬
২২. মানুষকে লজ্জিত করা বা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করার বিধান ৮৭
২৩. দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এবং আধুনিক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ৮৮
২৪. 'সুদূর চীনে গিয়ে হলেও জ্ঞান অর্জন করো' উক্তির বা হাদিসের অর্থ ৯১
২৫. আইন শিক্ষা ও পেশার বিধান ৯২

শিক্ষক অধ্যায় ৯৩

১. হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজী (সা.)-এর উস্তাদ ছিলেন? ৯৩
২. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক বা আলেমদের হেয় প্রতিপন্ন করার বিধান ৯৫
৩. সরকারি চাকরির বিধান ৯৬
৪. শিক্ষককে গাল-মন্দকারীর পেছনে নামায পড়ার বিধান ৯৬
৫. শিক্ষকের ছাত্রকে আমল-তদবীর ইত্যাদি বাতায়ে দেবার বিধান ৯৭
৬. শিক্ষকের জন্য ছাত্রের কাছ থেকে খিদমত নিবার বিধান ৯৭
৭. ছাত্রের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণের বিধান ৯৭
৮. মাদরাসায় অনুপস্থিতির কারণে ছাত্রদের জরিমানা করার বিধান ৯৮
৯. শিক্ষক শিশু-বাচ্চাদের কতটুকু বা কোন্ সীমা পর্যন্ত প্রহার করতে পারেন? তার বিধান-১ ৯৮
১০. শিক্ষার্থী, শিশু ও স্ত্রীর ত্রুটির কারণে শাস্তিদানের বিধান-২ ১০২
১১. পিতা ও শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থী-ছাত্র, শিশুদের শাস্তিদানের বিধান-৩ ১০৩
১২. বিষয়টি প্রশ্নে 'ইমদাদুল আহকাম' গ্রন্থটির সংকলকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সংযুক্তি ১০৬
১৩. বেহেশতি জেওর থেকে ফাতওয়া-ফয়সালা বলে দেওয়ার বিধান ১০৮
১৪. না জেনে ফাতওয়া-ফয়সালা প্রদান করার বিধান ১০৯
১৫. শিক্ষকের জন্য অবসর সময়ে ব্যবসায় বা অন্য চাকরি করার বিধান ১১০
১৬. মাদরাসার ক্লাস-ঘণ্টার নির্ধারিত সময়ের বাইরে শিক্ষককে মাদরাসায় আসতে বা থাকতে বাধ্য করার বিধান ১১০

১৭. মাদরাসায় পড়ানোর ক্লাস-ঘণ্টার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবক/ পাঠ নিয়ে চিন্তা-গবেষণায় সময় নষ্ট করার বিধান ১১১
১৮. কোনো শিক্ষকের ছাত্রের কাছে বই-কিতাব বিক্রয়ের বিধান ১১২
১৯. শিক্ষকতা ও ইমামতি এতদোভয়ের জন্য নিয়োগ দেওয়া হলো কিন্তু তিনি উভয় দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করছেন না; তার বিধান ১১৩
২০. শিক্ষকের ছেলেদের দিয়ে কাজ বা খিদমত নেবার বিধান ১১৩
২১. পরীক্ষা সমাপ্তিতে শিক্ষকের ছাত্রদের কাছ থেকে পুরস্কার উপঢৌকন গ্রহণের বিধান ১১৩

ছাত্র অধ্যায় ১১৫

১. ছাত্র বানানো বা ছাত্র হিসেবে গ্রহণকালীন শিরনি আদায়ের বিধান ১১৫
২. এতিমের মাল থেকে তারই শিক্ষার খাতিরে, তার উস্তাদকে হাদিয়া-তোহফা দান করার বিধান ১১৫
৩. 'তাদের ওপর থেকে শাসনের লাঠি হটাইও না' হাদিসাংশের হাওয়ালা এবং শাসন করার বিধান ১১৫
৪. শাসন ১১৭
৫. শিক্ষকের স্থানে ছাত্রের বসার বিধান ১১৮
৬. **তা'যীর** প্রকৃতির শাস্তির সংজ্ঞা এবং আনুষঙ্গিক বিধান ১১৮
৭. শিক্ষকের জন্য ছাত্রকে শাস্তি বা দণ্ড প্রদানের বিধান ১১৯
৮. দণ্ড প্রদানে জরিমানার বিধান ১২০
৯. প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান, যে ধর্মীয় শিক্ষায় আবদ্ধ তার ব্যয়ভার গ্রহণের বিধান ১২১
১০. সাবালক সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্বের বিধান ১২২
১১. ছাত্র বনাম ধর্মঘটের বিধান ১২৩
১২. সমাধান ১২৪
১৩. প্রথম অংশ : (অবৈধতার সহায়ক) ১২৬
১৪. দ্বিতীয় অংশ : (الْإِعْتِصَابُ فِي الْإِسْلَامِ) বৈধতার সহায়ক : জবাবসহ ১২৮
১৫. দরিদ্র ছাত্র বা ব্যক্তির যাকাত ইত্যাদি খাত থেকে প্রাপ্ত খাবার বা জিনিস ধনী ব্যক্তির জন্য ব্যবহারের বিধান ১৩৩
১৬. দ্বীনী ইলম শিক্ষার ব্যস্ততায় জামাত ছুটে যাবার বিধান ১৩৪
১৭. ছাত্রদের চাঁদার অর্থে প্রতিষ্ঠিত সংঘ/সংস্থার ইসলামি বিধান ১৩৪

১৮. মাদরাসার ক্লাস শুরুর আগে ছাত্রদের দ্বারা দোয়া-প্রার্থনা সংবলিত কবিতা আবৃত্তি করানোর বিধান ১৩৫
১৯. বিত্তশালী ছাত্রের জন্য কোন্ পরিস্থিতিতে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হয়? ১৩৫
২০. ছাত্রদের পক্ষে অমুসলিম বিধর্মীদের অনুরূপ টুপি পরার বিধান ১৩৬
২১. না-বালক ছাত্রের পড়া সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা-দানের বিধান ১৩৬
২২. সিজদার আয়াত বানান করলে সিজদা দানের বিধান ১৩৭
২৩. জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে সিজদার আয়াত পড়া বা শোনার বিধান ১৩৭
২৪. সিজদার আয়াতের অর্থ পড়লে কী বিধান ১৩৭
২৫. পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব এবং তা পাঠের আদাবসমূহ ১৩৭

নারী শিক্ষা অধ্যায় ১৪৪
১. নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ১৪৪
২. মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষাদানের বিধান ১৪৮
৩. মেয়েদের জাগতিক শিক্ষার বিধান ১৪৯
৪. সাবালক বা সাবালকের কাছাকাছি বয়সের মেয়েদের পর্দা ছাড়া পড়ানোর বিধান ১৫৩
৫. মেয়ে হাফেযি পড়া অবস্থায় সাবালক হয়ে গেছে, পূর্ণ করার বিধান কী? ১৫৩
৬. ঋতুস্রাবকালীন ৮-১০ দিন তিলাওয়াত বন্ধ, হাফেযী রক্ষা হবে কীভাবে? ১৫৪
৭. মেয়েদের লেখা শিখতে না করার হাদিসের তথ্য ও বিধান ১৫৪
৮. মহিলা সাহাবিগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বিধান ১৫৫
৯. নারী শিক্ষা এবং পর্দা সম্পর্কিত কয়েকটি বিধান ১৫৭
১০. ভূমিকা ১৫৮
১১. প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিক সমাধান ১৬২
১২. জরুরি জ্ঞাতব্য ১৬৪
১৩. মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাবকালীন কুরআন শিক্ষা দানের বিধান ১৬৬

বেতন অধ্যায় ১৬৮
১. বিলম্বে বেতন দেবার বিধান ১৬৮
২. অসুস্থতার দিনগুলোর বেতন গ্রহণের বিধান ১৬৯
৩. অসুস্থতার দিনগুলোর বেতন-ভাতা প্রাপ্তির বৈধতার তাহকীক ১৬৯
৪. বন্ধের দিনের বেতন গ্রহণ এবং ছুটি কাটানো দিনের বেতন কর্তনের বিধান ১৭০
৫. বিবেচনামূলক ছুটির দিনের বেতনের বিধান ১৭১

৬. অনুপস্থিতি বা ছাত্রসংখ্যা কম হলেও কি বেতন দিতে হবে? ১৭১
৭. বেতন পরিশোধ চাঁদা আদায়ের শর্তে শর্তায়িত, চাঁদার জন্য চেষ্টা না করলে কী বিধান ১৭১
৮. কুরআন শিক্ষাদান কর্ম বা শরীয়তের বিধিবিধান প্রচারের বেতন-বিনিময় গ্রহণের বিধান ১৭২
৯. ইমামতি ও ওয়ায-উপদেশের বেতন গ্রহণের বিধান ১৭২
১০. অনুপস্থিত দিবসের বেতন আদায়ের তদবীর ১৭৩
১১. সরকারি আমলা-কর্মচারীরা অধীনস্থদের বেতন-ভাতা কম দিয়ে বাঁচাল, তার বিধান ১৭৩
১২. ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দেবার বিধান ১৭৪
১৩. শিক্ষকদের বেতন কমানোর বিধান ১৭৪

দান-অনুদান অধ্যায় ১৭৬
১. সরকারি সাহায্য গ্রহণের বিধান ১৭৬
২. মাদরাসার জন্য সরকারি ঋণ গ্রহণ করার বিধান ১৭৭
৩. মাদরাসায় অমুসলিমের সাহায্য গ্রহণের বিধান ১৭৭
৪. যাকাতের অর্থ স্কুল-কলেজ-মাদরাসায় দানের বিধান ১৭৭
৫. যাকাতের অর্থ দিয়ে মাদরাসা স্কুল বা জনকল্যাণমূলক কোনো প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র ক্রয় করার বিধান ১৮০
৬. নিরুপায় অবস্থায় মক্তবে যাকাত বাবদ অনুদান ব্যবহারের একটি পদ্ধতি ১৮০
৭. মাদরাসায় যাকাত দান এবং তার ব্যয় খাত ১৮১
৮. যে মাদরাসায় যাকাতের অর্থ অব্যয়িত থাকে, সেখানে যাকাত দান করার বিধান ১৮১
৯. যাকাত ফান্ড হতে অন্য ফান্ডে কর্জ নেওয়ার বিধান ১৮১
১০. ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনকারীদের জন্য যাকাত ব্যয় করার ফযীলত ১৮২
১১. বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া হাদিয়া গ্রহণ না করার বিধান ১৮২
১২. কুরবানির চামড়া মাদরাসায় দেওয়ার এবং মালদারকে দেওয়ার বিধান ১৮৩
১৩. কুরবানির চামড়ার ব্যয়ের খাত ১৮৩
১৪. হাদিয়া বা সম্মানী হিসেবে শিক্ষককে কুরবানির চামড়া দানের বিধান ১৮৪
১৫. যাকাত ফান্ড থেকে সৈয়দ বংশীয় ছাত্রকে ভাতা প্রদান করার বিধান ১৮৪
১৬. যাকাতের অর্থ দিয়ে কিতাব ক্রয় করে তা ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ করার বিধান ১৮৪
১৭. মাদরাসার জন্য দানকৃত সম্পদ ইংরেজি শিক্ষার পেছনে ব্যয় করার বিধান ১৮৫

১৮. মাদরাসায় মান্নতের বিধান ১৮৫
১৯. যাকাত ব্যয় খাত সংক্রান্ত 'ফি-সাবিলিল্লাহ্'-এর আওতা বা পরিধি কতটুকু?১৮৬
২০. চুরির দণ্ড বা জরিমানার অর্থ মাদরাসায় ব্যয় করার বিধান ১৯০
২১. মসজিদ-মাদরাসার জন্য যৌথভাবে চাঁদা করে তারতম্য ছাড়া খরচ করার বিধান ১৯০

চাঁদা অধ্যায় ১৯১

১. চাঁদা উসুলকারীকে যাকাতের অর্থ দান করার বিধান ১৯১
২. চাঁদার টাকা ওয়াকফ হিসেবে পরিগণিত হওয়া না-হওয়ার বিধান ১৯১
৩. চাঁদা ওঠানো এবং তা থেকে ২০% বা ২৫% হারে কমিশন ধার্যের বিধান ১৯২
৪. মাদরাসার মুহতামিম বা প্রিন্সিপাল চাঁদাদাতাদের পক্ষের উকিলস্বরূপ ১৯২
৫. চাঁদাদাতাদের ইচ্ছার খেলাফ তাদের চাঁদা ব্যয় করার বিধান ১৯৩
৬. ধনীদের দ্বারে দ্বারে অপমান বনাম আলেমগণের সম্মান ১৯৩
৭. চাঁদা চাওয়ার প্রচলিত রীতি ঠিক নয় ১৯৫
৮. অবস্থান ও পরিচিতি ২০৩
৯. চিঠি ২০৪
১০. উত্তর ২০৫
১১. দাতাদের শর্তাবলি ২০৬
১২. উৎসাহ্ দানকারীদের শর্তাবলি ২০৬

মেহমান-মাহফিল অধ্যায় ২০৮

১. মেহমানদারির বিধান ২০৮
২. মাদরাসার অর্থ দিয়ে মেহমানদারি করার বিধান ২০৮
৩. বাৎসরিক মাহফিলে মেহমানদের খাবার দানের বিধান ২০৯
৪. মাদরাসাগুলোর প্রচলিত জলসা-মাহফিলের লক্ষণীয় বিধান ২১০
৫. কাফির প্রতিবেশীর দাওয়াত গ্রহণের বিধান ২১২
৬. আগন্তুকের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর বিধান ২১২
৭. সম্মানসূচক দাঁড়ানোর তথ্য ২১৩
৮. বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের উপাধিতে 'কাবা' শব্দ যোগ করার বিধান ২১৫
৯. কোনো আলেম বা বুযুর্গ ব্যক্তির হাত চুমু খাওয়ার বিধান ২১৫

বিবিধ অধ্যায়-১ ২১৭

১. মাদরাসার গোসলখানা বা ঘাটলা ব্যবহার করার বিধান ২১৭
২. সুন্নি মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে শিয়া বাচ্চাদের শিক্ষাদানের বিধান ২১৭
৩. সংবাদপত্র ক্রয়, পড়া ও সহযোগিতার বিধান ২১৭
৪. দরুদ শরীফে সংক্ষেপে (সা.) এবং সাহাবাদের নামের সঙ্গে (রা.) লিখার বিধান ২১৮
৫. জনাব রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে বে-আদবি'র তাওবার বিধান ২১৮
৬. সংবাদ ও সংবাদপত্রের ইসলামি বিধান ২১৮
৭. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রোববারের বন্ধের বিধান ২২৬
৮. আলেম নন এমন ব্যক্তির পক্ষে কোনো বিষয়ে দলিল-প্রমাণ দাবি করার বিধান ২২৭
৯. আলেমগণের মতানৈক্য সংশয়ের বেড়াজাল ছিন্ন ২২৮
১০. মতানৈক্যের প্রকারভেদ ২৩২
১১. মতানৈক্য বৈধ হবার শর্তাবলি ২৩২
১২. বই-পুস্তক রচনা, সংকলনের স্বত্ব ও প্রকাশনার অধিকার-সংক্রান্ত বিধান ২৩৪
১৩. রক্ত বা অন্য কোনো অপবিত্র বস্তু দিয়ে কুরআনি আয়াত লিপিবদ্ধ করার বিধান ২৩৮
১৪. কুরআনের অর্থ পদ্যাকারে সংকলনের বিধান ২৩৯
১৫. কুরআনি আয়াত সম্বলিত কাগজ পোড়ানোর বিধান ২৪১
১৬. এশা'র পর দুনিয়াদারি কথা বলার বিধান ২৪১
১৭. টুপি ছাড়া কুরআন তিলাওয়াতের বিধান ২৪১

বিবিধ অধ্যায়-২ : মাদরাসা সংক্রান্ত কয়েকটি জন-গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আপডেট ফাতওয়া-বিধান ২৪৩

১। মসজিদ ও হাফেযিয়া মাদরাসা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের শরীয়তসম্মত সিদ্ধান্ত: ২৪৩

১. মসজিদের ২য় ও ৩য় তলায় ছাত্রদের বাসস্থান বানিয়ে হাফেযী মাদরাসা পরিচালনা করা যাবে?

২. (ক) টিনসেড উযূখানা সংস্কার করে হাফেযী মাদরাসা পরিচালনা,
(খ) উযূখানা মাদরাসা বানানো হলে মসজিদকে ভাড়া দিতে হবে?
(গ) পরে আবার সেটিকে উযূখানায় রূপান্তর করা যাবে?

মাদরাসা, কমিটি ও ব্যবস্থাপনা অধ্যায়

১. ওয়াকফের বিধান

মাদরাসার ভূমি বা গৃহের ওয়াকফ শুদ্ধ হবার জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে, ওয়াকফ স্থায়ী এবং চিরদিনের জন্য হতে হবে। অস্থায়ীভাবে, কয়েক বছর বা কয়েক যুগের জন্য ওয়াকফ করা হলে অথবা এমন কোনো শর্তারোপ করলে, যার কারণে দাতার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ স্বত্ব থেকে যায়। যেমন দাতা বলল যে যদি কোনোদিন মাদরাসা ভেঙে যায় বা অচল হয়ে পড়ে তাহলে আমার 'দান' আমাকে ফেরত দিতে হবে। তাহলে এক্ষেত্রে ওয়াকফ শুদ্ধ হলো না। কিন্তু তারপরও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, বাকি সবকিছু করা যাবে। তবে ওয়াকফকারী ওয়াকফের সওয়াব পাবেন না। সাময়িক দানের সওয়াব পাবেন। কারণ, ওয়াকফের জরুরি শর্ত হচ্ছে, চিরদিনের জন্য, কিয়ামত পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সম্পদ বা ভূমিটুকু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মালিকানায় দিয়ে দিতে হয়।

২. মাদরাসার মুহতামিম, সুপার, ব্যবস্থাপক ও কমিটি নিযুক্তির বিধান

মাদরাসা বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের মুহতামিম (সুপার), মুতাওয়াল্লী ও কমিটির লোকজন দায়িত্বশীল, শরিয়তের অনুগত, ধার্মিক এবং আমানতদার হতে হবে। অনুপযুক্তদের দায়িত্ব সমর্পণ বৈধ নয়।

মাদরাসা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, নামায-রোযায় অভ্যস্ত এবং মুত্তাকি লোকজন বর্তমান থাকা অবস্থায় 'ইলম'-আমলবিহীন ফাসিক-বদকার, দাড়ি কর্তনকারী লোকজন মুহতামিম, সুপার, মুতাওয়াল্লী, ব্যবস্থাপক হবার এবং ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পাদনের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের যোগ্য নয়। প্রকৃত ও প্রথম সারির উপযুক্ত হচ্ছেন, পবিত্র কুরআনের বাহক এবং শরীয়তের প্রতি আস্থাবান লোকজন।

হযরত ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, 'মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব বা দিকনির্দেশনা একমাত্র সেই ব্যক্তি দিতে পারবে যার জীবন প্রিয় নবীজী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নাতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি এবং সে মনেপ্রাণে তাঁর সুন্নাতের প্রতি আনুগত্যশীল।'

আল্লামা ইবনি তাইমিয়্যা (রহ.) বলেন, "মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য হচ্ছে, মুসলমানদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের যোগ্য খাঁটি আমলদার, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মুসলিম ব্যক্তি। যদি এমন খাঁটি আলেম না পাওয়া যায়, তাহলে ঠেকাবশত নিম্নোক্ত দু ধরনের লোককে মুসলমানদের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে।

(এক) : 'ফাসিক-আলেম' অর্থাৎ বে-আমল আলেম ব্যক্তিকে (দুই) অথবা 'জাহিল-মুত্তাকিকে। অর্থাৎ ধর্মীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানবর্জিত কিন্তু পরহেজগার, আমলদার ব্যক্তিকে'(কিতাবুস্-সিয়াসাতুশ্-শরইয়্যাহ্: ১৭ পৃঃ)।

হাদিস শরিফে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে: মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন কাউকে কার্যনির্বাহী নিযুক্ত করল, যার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি, আল্লাহকে অধিক ভয়কারী, আল্লাহর বেশি প্রিয় ব্যক্তি তাদের মধ্যে মজুদ ছিল। তাহলে সে আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রসূলের খিয়ানত করল'[১১] (ইযালাতুল-খিফা/ ২য় খণ্ড/ ৩৬ পৃ.)।

'ফাতাওয়া-ইবনি-তাইমিয়্যা' গ্রন্থে রয়েছে–

وَلَا يَجُوْزُ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ مَعَ إِمْكَانِ تَوْلِيَةِ الْبَرِّ.

'সৎ বা নেককার ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকাবস্থায় ফাসিক ব্যক্তিকে দায়িত্ব সমজানো বৈধ নয়।'[১১]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, 'প্রত্যেক কাজই যোগ্যতানুযায়ী উপযুক্তকে সমজাতে হবে।' এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবীজীর সর্তকবাণী রয়েছে :

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

'যখন অযোগ্য, অপাত্রে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করতে থাক' (বুখারি : ১ম খণ্ড : ১৪ পৃ.)।

প্রিয় নবীজী (স.)-এর আরেকটি হাদীসে কিয়ামতের অনেকগুলো নিদর্শন বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, 'যখন জনগণের নেতৃত্বের দায়িত্ব

ফাসিকদের হাতে থাকবে এবং অনুপযুক্তদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে; তখনই কিয়ামত হবে' (মিশকাত- ৪৭০ পৃ.)। আর মানুষের এখতিয়ারভুক্ত কিয়ামতের নিদর্শনগুলো মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচিত দলিল ও কারণসমূহকে সামনে রেখে হযরত থানভি (রহ.) বলেন, 'হযরত গাঙ্গোহী (রহ.) আমাকে উত্তরে লিখে পাঠালেন (মাদরাসার দায়িত্ব সম্পর্কে), অযোগ্যদের দায়িত্ব অর্পণ করা আমানতে খিয়ানতের শামিল। এমন করতে গেলে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে যে, তোমরা অনুপযুক্তদের দায়িত্ব কেন সমজালে? আসল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন। মাদরাসা আসল উদ্দেশ্য নয়। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে (অযোগ্য, ফাসিক, মালদার ব্যক্তিদের কমিটিতে নেওয়া না হলে) মাদরাসার অস্তিত্ব টিকবে না। মাদরাসার অস্তিত্ব না টিকলে সে জন্য আমরা দায়ী হবে না। দায়ী তারা হবে যাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডের দরুন মাদরাসার অস্তিত্ব বিপন্ন হলো।' এর ওপর ভিত্তি করে হযরত থানভি (রহ) বলেন : কাজ যতটুকুই হোক, সহিহ্ নিয়মনীতির অধীনে, শরিয়তের বৈধ-অবৈধ সীমারেখার ভিতরে থেকেই করতে হবে। এতে মাদরাসা যাক বা থাক, মাদরাসা সুনাম বয়ে আনুক বা দুর্নাম, চাঁদা বন্ধ হয়ে যাক বা চালু থাক, ছাত্র কম হোক বা বেশি হোক–সর্বাবস্থায় সঠিক মূলনীতির মধ্যে থাকতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তিকে সদস্য বানানো বা নির্বাচিত করা যাবে না। শুধু সম্পদশালী হওয়াতে বা সাহায্য-সহযোগিতা করার কারণে মানুষ উপযুক্ত বা যোগ্য হয়ে যায় না[১১](মালফুযাত: ৫ম খণ্ড)।

মোটকথা, মুহতামিম, সুপার, মুতাওয়াল্লী, ব্যবস্থাপক ও কমিটির সদস্যদের সর্বাগ্রে আমলদার-আলেম হওয়া চাই। যদি এ রকম লোক দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়, তাহলে নামাজ-রোজায় অভ্যস্ত, আমানতদার, ওয়াকফ-সংক্রান্ত বিধিবিধানে ওয়াকিফহাল, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সভানুভূতিশীল, মার্জিত স্বভাবের অধিকারী, দ্বীনী-ইলমের প্রতি অনুরাগী এবং আলেম সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি হতে হবে। যাঁর মধ্যে উক্ত গুণাবলি তুলনামূলক বেশি পাওয়া যাবে, তাঁকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মুহতামিম, সুপার, ব্যবস্থাপক, কমিটির মেম্বার নিযুক্ত বা নির্বাচিত করতে হবে।

৩. অযোগ্য মুহতামিম, সুপার, প্রিন্সিপাল অধীনস্থদের আপন কর্মচারী মনে করে

অনুপযুক্ত মুহতামিম, সুপার, প্রিন্সিপাল, মুতাওয়াল্লী ও সদস্যরা অধীনস্থ শিক্ষক, আলেম, নায়েবে-নবীদের নিজেদের কর্মচারী বা চাকরের মতো মনে করে। ভারতের একজন নামকরা আলেম বুযুর্গ বলেন, 'আজকাল লোকজন আলেম-উলামা, শিক্ষকদের বাস্তবেও খাদেম ভাবতে শুরু করেছে। যেমন নাকি তাঁরা বিনয় প্রকাশার্থে নিজেদের খাদেম বলে থাকেন। অথচ তাঁরা নায়েবে-নবী। তাঁদের মর্যাদা-শান কত ঊর্ধ্বে!'

এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের দ্বারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি কতটুকু আশা করা যায়? আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধর্মীয় শিক্ষার্জনের প্রতি কতটুকু উৎসাহী থাকবে? নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো নিত্য-নতুন আইন পাস করে মানসিকভাবে নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। ছুটি কাটাতে কঠোরতা, দেওয়াতে কঠোরতা, খোশামোদ-তোষামোদ না করলে কড়াকড়ি, মোসাহেব-চাটুকারদের সাতখুন মাফ! যে যত বেশি চাটুকারিতা প্রদর্শন করতে পারে, তার তত বেশি সুনাম!

'তা ছাড়া ধর্মীয় জ্ঞান বিবর্জিত বে-আমল ফাসিক ব্যক্তিদের উপরোক্ত সম্মানজনক পদসমূহে সমাসীন করা মানে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। অথচ ফাসিকগণ সম্মানের পাত্র নয়' (শামী-১ম খণ্ড/ ৫২৩ পৃ.)।

কুরআনের বাহকদের পক্ষে ধর্মীয় জ্ঞান বঞ্চিত মূর্খদের অধীনস্থ হতে যাওয়া মানে নিজেদের অপদস্থ ও হেয় করার নামান্তর। যেমন নাকি পুরুষদের পক্ষে নারীদের অধীনস্থ থাকাকে, অসম্মান হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই হাদিস শরিফে এসেছে–

إِذَا كَانَ أُمَرَآئُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَآئُكُمْ بُخَلَآئُكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ إِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا (مشكوة ص ٤٥٩)

'যখন মন্দ লোকগুলো তোমাদের নেতা হবে, ধনী লোকগুলো কৃপণ হবে, কর্মকাণ্ড নারীদের ওপর ন্যস্ত হবে, তখন পৃথিবীর নিচে চলে যাওয়া তোমাদের পক্ষে উত্তম হবে, উপরে থাকার চেয়ে; অর্থাৎ বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভালো হবে' (মিশকাত)।